পরিবারের সকল সদস্য হাসপাতালে অসুস্থ মানুষদের পাশে গিয়ে সমবেদনা জানান এবং তাদের সকলের আরোগ্য কামনা করেন এবং তার পাশাপাশি কেক কাটার মধ্য দিয়ে দিনটি উদ্‌যাপিত হয়। তাছাড়াও সেখানে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সন্ধ্যা আয়োজনের প্রথমেই ভারতেশ্বরী হোমসের ছাত্রীরা মনোজ্ঞ ডিসপে-প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ জানায় এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রার্থনা করা হয়। তিনি অনেক অসহায় এবং হতাশাগ্রস্ত মানুষের পাশে দাড়িয়েছিলেন এবং তাদের জীবনে জাগিয়েছেন আশার আলো।

প্রার্থনা সভায় প্রজ্জ্বলিত করা হয় মোমশিখা যা কিনা আর পি সাহার অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজকে আলোকিত করার প্রচেষ্টাকেই স্বাক্ষ্য বহন করে।

সব শেষে আনন্দ নিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মায়ার খেলা নৃত্য নাট্যটি সফলভাবে মঞ্চস্থ করা হয়।

students and members of Bharateswari Homes, Kumudini Nursing School, Kumudini Women's Medical College, doctors and staff of Kumudini Hospital and other staff of Kumudini Complex organised a prayer of respect and a musical event to respect the founder during the early hours of this day. The patients of the hospital were specifically visited on this day and attended to by family members of the trust - all-sheltering under the same roof of humanity. Small lamps were lit to respect R. P. Shaha and a cake was cut. A voluntary blood donation programme was arranged and patients were served delicious dishes to celebrate R. P. Shaha's birthday.

After this a dance drama from Rabindranath Tagore's Mayar Khela was successfully staged in Ananda Niketan Hall. In the evening, students of Bharateswari Homes greeted guests with their charming display and later, a candlelit prayer was held.

R. P. Shaha showed people the light at the end of the dark tunnel. With his efforts he managed to drive away the superstitions that had imposed the Bengali society for generations; he was a man with a pure and free spirit. He gave hope and life to many who had lost everything and provided education for women who were helpless, so they may help themselves.

কুমুদিনী হাসপাতাল

অবস্টেট্রিক ফিস্টুলা

ফিস্টুলা একটি প্রসবকালীন জটিলতা জনিত রোগ যা প্রধানত বিলম্বিত প্রসবের কারনে দেখা দেয়। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির ছোঁয়ায় উন্নত দেশগুলো ফিস্টুলা মুক্ত হলেও চিকিৎসা পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগের অভাবে ফিস্টুলার কালো থাবা থেকে এখনও রেহাই পায়নি অনুন্নত দেশগুলো। বিশেষ করে আফ্রিকা মহাদেশ এবং দক্ষিন এশীয় দেশগুলোতে ফিস্টুলার প্রকোপ পরিলক্ষিত হয়। বাল্য বিবাহের অতি প্রচলন এবং ফিস্টুলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী চিকিৎসাকালীন সঠিক পরিচর্যা জ্ঞানের অভাবে এখনও ফিস্টুলার প্রকোপ রয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত যারাই ফিস্টুলা প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছে তাদেরই মূলে ছিল বাল্যবিবাহ নিরুৎসাহিত করণ, নারীর সুশিক্ষা নিশ্চিতকরণ, সুনির্দিষ্ট পরিবার পরিকল্পনা এবং প্রসবকালীন মায়ের সঠিক পরিচর্যা সুনিশ্চিতকরণ। অব্‌স্টোট্রিক ফিস্টুলার জন্য দায়ী অনেকগুলো কারণের মধ্যে প্রধানতম কারণটি হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে প্রসবকালীন সঠিক পরিচর্যা এবং মাঝে মাঝে প্রসবকালীন বিলম্বতা। বাংলাদেশের পল্লী-অঞ্চলগুলোতে কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, রক্ষণশীলতা এবং পাশাপাশি অনভিজ্ঞ ধাত্রীদের ভুল চিকিৎসা একজন মায়ের জীবনকে ঠেলে দেয় চরম হুমকির দিকে। অন্যদিকে কুমুদিনী হাসপাতালের সহযোগিতায় টাঙ্গাইল জেলাস্থ অনেক মহিলা যেন দেখতে পেল এক টুকরো আশার আলো। কুমুদিনী হাসপাতাল ফিস্টুলা সতর্কীরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। তারা ফিস্টুলা বিষয়ে জনসাধারণকে অবগত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মানুষের সাক্ষাৎকার এবং আলোচনা সভা পরিচালনা করছে।

Knowing Obstetric Fistula helps

Obstetric fistula is a complication that occurs after obstructed childbirth, when adequate medical care is not available during labour.

Before advanced medical treatment became available in developed countries such as Europe and North America, fistula was a common disability among women but it has virtually disappeared due to advanced obstetrical care. Unfortunately developing countries within the African and south Asian continents provide a very contrasting image on the statistics of this disease. Where child marriage is prevalent in addition to low literacy in natal and post-natal care, obstetric fistula is still a very common disease that stigmatises women in society sending them into confrontation with sheer negligence and disgust. Regions that have been able to dissolve such a problem has been due to a discouragement towards early marriage, available education to women and their bodies and access to family planning and better management during childbirth. Countries such as India, Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, and Nepal still see high numbers of fistula patients every year who have shied away from society unaware that their disease and conditions are treatable. According to the World Health Organization (WHO), an estimated 50,000 to 100,000 women develop obstetric fistula each year and over two million women currently live with fistula. The WHO claims that fistula was largely eradicated in developed countries in the late 19th century; it still affects two to three million women in developing countries. Obstetric fistula happens for many reasons but the most common